[illegible] একই হলেও শহরগুলির উৎপত্তি [illegible] অভাবনায়
এবং আকার, গুরুত্ব ও কারণের দিক থেকে তাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য ছি[illegible]।

রোমান সাম্রাজ্যের একমাত্র ব্যবসা ছিল কুসীদ ব্যবসা অর্থাৎ চড়া সুদে [illegible]ভাবে দেওয়ার ব্যবসা। যতদিন সাম্রাজ্য সম্প্রসারণশীল হতে পেরেছিল ততদিন তার [illegible]র চলমান ছিল। কিন্তু একটা সময়ে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণশীল হল না। সাম্রাজ্যের সীমা[illegible] হয়ে পড়ল এবং যুদ্ধের ফসলকে একটি একক বর্ধিষ্ণু সম্পদ বলে গ্রহণ করা হল [illegible] রোমান সম্রাটরা শত চেষ্টা করেও অর্থের জোগান আর অব্যাহত রাখতে পারলেন না। অবস্থার দুটি দিক ঘটল—(১) কর্মচারীদের এবং সৈন্যবাহিনীর বেতনের পরিবর্তে একখণ্ড করে জমি দেওয়া শুরু হল। (২) স্বাভাবিকভাবে নগদ অর্থে বেতন দেওয়া গেল না। এইভাবে শুরু হল সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব। এই পরিস্থিতিতে প্রথম জিনিসটি যা ঘটার কথা ছিল তাই ঘটল, মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটল। সোনার সঙ্গে আনুপাতিক হারে তার মূল্য ৪০ ভাগ কমে গেল এবং সবচেয়ে বড়ো কথা রোমান মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা বিলীন হল।

৯.১.১ মধ্যযুগের নগরায়ণের কারণসমূহ

মধ্যযুগের ইউরোপের নগরগুলির উৎপত্তির সর্বজনগ্রাহ্য একটি বিশ্লেষণী ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দী থেকে তাদের সংখ্যা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি ইউরোপের ইতিহাসে যে একটি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এনেছিল সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। নবম ও দশম শতকে রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসানের পর থেকে ইউরোপের নগরগুলি তাদের জয়যাত্রা শুরু করে এবং অচিরেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের মঠ, বাণিজ্য কেন্দ্র, দুর্গ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বহুবিধ কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নগরের শ্রীবৃদ্ধিকে উৎসাহ প্রদান করেছে। এই সমস্ত উপাদানকে কেন্দ্র করে ঐ অঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক ধারণা বহির্ভূত এক নতুন অর্থনৈতিক গতিশীলতার জন্ম হয় যা ধীরে ধীরে নগর বা শহরে পরিণত হয়।

অর্থনৈতিক গতিশীলতা

মধ্যযুগে প্রাথমিক পর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা এবং প্রশাসনের একটি অবক্ষয় ঘটেছিল। এবার ইউরোপ এই অবক্ষয় থেকে মুক্তি পেয়েছিল। যার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের অব্যবহিত পরে ইউরোপের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩০,০০০,০০০। ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে এই জনসংখ্যা এর ঠিক দ্বিগুণ ৬০,০০০,০০০ হয়। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে জীবনযাত্রার মান বেড়েছে এবং কৃষি উন্নয়নের ফলে খাদ্যশস্যের উদ্বৃত্ত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। একদিকে আইনশৃঙ্খলা, অন্যদিকে খাদ্যশস্যের

Scanned with CamScanner

উৎপাদন, এর উপর ভর করে বাণিজ্য বৃদ্ধি ও অর্থনীতির উন্নতি হওয়ার জন্য একটি নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যার ফলে নগরায়ণের ধারা নতুন করে বিকাশ লাভ করতে থাকে।

ভূমিদাস ব্যবস্থার পতন

এর সাথে একটি সামাজিক ঘটনাও ঘটেছিল। তা হল সার্ফ ব্যবস্থার পতন। অনেক মানুষ সার্ফব্যবস্থার দাসত্ব থেকে মুক্ত হচ্ছিল। এইভাবে সার্ফ থেকে মুক্ত বা স্বাধীন মানুষ হওয়ার ফলে নতুন মানুষের সন্ধান পেয়েছিল। যার ফলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। যেখানে কিঞ্চিত শিল্পায়নের সুযোগ হচ্ছিল সেখানে বা তার কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা তারা করছিল। এইভাবে শিল্পায়ন ও শ্রমের জোগানের মেলবন্ধন হল তখন স্বাভাবিকভাবে দেখা গেল যে নগরায়ণের বিকাশ ঘটছে।

ভৌগোলিক কারণ

এই সময় ভূগোলও যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বাণিজ্যের উন্নয়ন হয়েছিল বেশ কিছুটা নদীপথ ধরে এবং ভূমধ্যসাগরকে কেন্দ্র করে। যার ফলে নদী পথে যাতায়াতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। খুব সহজভাবে মানুষের মন থেকে ভয় চলে গিয়েছিল। নির্ভীক হলে স্থানান্তর গমন সম্ভব হয়। আর স্থানান্তর গমনের বাসনা থাকলে বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধি পায়। এইভাবে বাণিজ্যের বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে শিল্পের বিকাশ ঘটলে নগরায়ণেরও বিকাশ ঘটে।

পুরোনো নগরগুলির পুনরুজ্জীবন

মধ্যযুগের দশম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে যে নগরায়ণ হয়েছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা বিতর্ক আছে। কিছু কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন আসলে এই সময়ে কোনো নতুন নগরের ব্যাপক পত্তন হয়নি। রোমান সাম্রাজ্যের নগরগুলির সম্পূর্ণ পতন হয়নি। তারই সূত্র ধরে দশম শতকে আবার নগরায়ণের ধারা নতুন করে শুরু হয়েছে। এই কথা সম্পূর্ণ মানা যায় না। হয়তো কোনো কোনো নগর লন্ডন, প্যারি, রোমান সাম্রাজ্যের সময় গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ইতালির বহু শহর শিল্পায়ন ও বাণিজ্যের সুবাদে গড়ে উঠেছিল যেখানে নগরায়ণের নতুন ধারা লক্ষ করা যায়। এই ধারা একেবারে একটি পরিবর্তনশীল যুগের অন্তর্নিহিত গঠনতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ধর্মীয় কারণ

দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে নগর গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন মঠ বা মনাস্টারিকে কেন্দ্র করে। সেখানে একটা বেষ্টনীর মধ্যে ধর্মচর্চা হত। এইরকমভাবে সেখানেও তাদের প্রয়োজনে কারিগরদেরও রাখা হত যারা মঠের মধ্যে দায়িত্বশীল

ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করতেন। যেহেতু চারিদিকে বর্বর আক্রমণের ফলে ধ্বংস হচ্ছিল সেহেতু এই ধরনের বেষ্টনীর মধ্যে পরিষেবা গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল। নতুন করে একটি জীবনচর্চা আত্মপ্রকাশ করেছিল—যে জীবনচর্চা বাইরের কৃষিজীবনচর্চা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। সেখানে অধ্যয়ন অধ্যাপনার সঙ্গে কারিগরি ব্যবস্থা মিশেছিল। তার ফলে সেখান থেকে নগরের উদ্ভব হয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি

এর সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোনো ঐতিহাসিক একথা বলেছেন যে কৃষি জগতের মধ্যে যখন চাপ সৃষ্টি হতে লাগল তখন কোনো কোনো অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। কোনো কোনো অঞ্চলে জনবসতি ঘন হতে লাগল। ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি স্থানে জনবসতি ঘন হতে লাগল। এই ঘনবসতির জন্য নগরের উদ্ভব।

সামরিক কারণ

একটি সামন্তপ্রভুর গড় বা এক একটি আঞ্চলিক শাসকের দুর্গ ছিল সম্পূর্ণ স্বয়ংশাসিত। সেখানে নানাবিধ কারিগরদের অবস্থান যেমন ছিল তেমনি ছিল প্রশাসনের অবস্থান। এইভাবে কারিগরদের বসতি থেকে নগরের উদ্ভব হয়। দুর্গগুলিতে জনজীবন সুরক্ষিত ছিল। সেখানে উন্নততর জীবনচর্চা হতেই পারত এবং হয়েও ছিল কিছুটা। সবচেয়ে বড়ো কথা সেযুগে বাইরের শত্রুদের আক্রমণে আইন শৃঙ্খলার অবনতি এবং শাসনতন্ত্রের ভাঙন প্রায় প্রচলিত ঘটনা ছিল। সেযুগে এইভাবে গড় এবং দুর্গের উপর নির্ভরশীল জীবন যে ক্রমশ একটি ভিন্নতর রূপ নেবে তা বলাই বাহুল্য।

ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার

মধ্যযুগের নগরগুলির উৎপত্তির প্রধান কারণ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের অসামান্য ও দ্রুত উন্নতি। ঐতিহাসিক হেনরি পিরেন বিশ্বাস করেন যে মধ্যযুগে শহরের বিকাশ রোমান যুগ থেকে একই ধারাবাহিকতায় এগিয়ে গিয়েছে। তবে ক্যারোলিঞ্জীয় শাসন আমলে শহরের অস্তিত্ব তেমন ভাবে চোখে পড়েনি। বর্বর আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটলেও শহরগুলির অস্তিত্ব টিকে ছিল। বর্বররা শহর ধ্বংসে মেতে ওঠেনি বরং চার্চের নিয়ন্ত্রণে এই পর্বে একাদশ শতাব্দীতে বাণিজ্যিক তৎপরতা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নগর গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত

মধ্যযুগের স্থলবাণিজ্য

Scanned with CamScanner

হয়। সাধারণত সমুদ্রের উপকূলে বা নদীর তীরে স্থানীয় শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় নগর গড়ে ওঠার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হতে থাকে। তবে কোনো কোনো অঞ্চল নগরের রূপ লাভ করার পূর্ব থেকেই সমৃদ্ধ জনপদ রূপে পরিচিত ছিল।

গিল্ডের ভূমিকা

নতুন করে গড়ে ওঠা নগর কেন্দ্রগুলিতে বণিকগোষ্ঠী গিল্ড বা নিগম নামে সংগঠন গড়ে তোলে। গিল্ড সংগঠনটি শুধু বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বিকশিত হয়নি, এর একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল। বণিকগণ এই রূপ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে স্থানীয় উৎপন্ন পণ্য দ্রব্যের জন্য একটি সুনিয়ন্ত্রিত বাজার গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। এইসব বাজারে স্বাধীন মানুষের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় যাদের একমাত্র জীবিকাই ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। এই বাণিজ্য নির্ভর কিছু সংখ্যক মানুষ কোনো একটি স্থানে বসতি স্থাপন করতে শুরু করল। অল্পদিনের মধ্যেই আরও নানা শ্রেণির মানুষ কেন্দ্রগুলিতে সমবেত হয়ে নতুন নতুন নগরী গড়ে ওঠার অবস্থা সৃষ্টি করে। উদাহরণ হিসাবে ভেনিস, জেনোয়া, পিসা প্রভৃতি শহরের নাম উল্লেখ করা যায়।

নিরাপত্তার সুনিশ্চয়তা

দশম শতকের পূর্ব পর্যন্ত নগরগুলোর পরিকল্পনায় ব্যবসায়ী বণিক শ্রেণির সুবিধা অসুবিধা থেকে যাজক সম্প্রদায়ের চিন্তাই প্রাধান্য পেয়েছিল। ঐতিহাসিক লুই মামফোর্ড বলেছেন যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেই মধ্যযুগের নগরগুলির উৎপত্তির বীজ নিহিত ছিল। তিনি আরো বলেছেন যে, সাদৃশ্য বজায় রেখেই নগরগুলির শাসন ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিষয়গুলি গড়ে ওঠে। তাছাড়া অনেক নগরকে শান্তি ও সমৃদ্ধির স্থান বলে মনে করা হত। এই মনোভাবের মধ্যেও ধর্মচিন্তা জড়িত ছিল। বর্বর আক্রমণকালে চার্চগুলি প্রাচীর বেষ্টিত সুরক্ষিত বলয়ে পরিণত হওয়ায় সেখানে জনসমাগম বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পরবর্তীতে তা নগর কেন্দ্রে পরিণত হয়।

বর্বর জাতির আক্রমণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল দুর্গ প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়। শার্লামেনের মৃত্যুর পর বর্বর আক্রমণের গতি বৃদ্ধি পেলে প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলি প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়। পরবর্তী সময় এই প্রাচীর বেষ্টিত অঞ্চলগুলিকেই কেন্দ্র করে শহর গড়ে ওঠে কারণ নিরাপত্তার বলয়ে পৌঁছে দিতে এই অঞ্চলগুলিতে বিকশিত হয়েছিল ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প। একই সাথে প্রাচী ঘেরা দুর্গগুলিতে সামরিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। তাই বাড়তি নিরাপত্তার পরিবেশ এখানে বজায় ছিল। এই ধরনের আনুকূল্য শহরের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল।

ম্যানরের উদ্বৃত্ত উৎপাদন

ম্যানরে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি শহর উৎপত্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রয়োজনের তাগিদে ম্যানরের উৎপাদন ক্রমশ

বৃদ্ধি পায়। সার প্রয়োগের ফলে জমির উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ম্যানরের কৃষিজীবী মানুষ অবসর সময়ে নতুন পেশাজীবী শ্রেণি হিসাবে আবির্ভূত হয়। যেমন তাঁতি, ছুতোর, কর্মকার, প্রভৃতি সামন্তপ্রভুর অনুমতি নিয়ে উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রির জন্য ম্যানরের বাইরে উন্মুক্ত স্থানে জড়ো হত। ম্যানরের কৃষক ও কারিগরদের পণ্য সাধারণত বিদেশ থেকে আসা বণিকরাই ক্রয় করত। এভাবে বাণিজ্য করতে গিয়ে কারিগর বা বণিকদের একটি অংশ ম্যানরে ফিরে না গিয়ে মুক্ত মানুষে পরিণত হল। কারিগর শ্রেণি বাজারের আশেপাশে কারখানা স্থাপন করে উৎপাদন শুরু করল। এভাবে বাজার ও কারিগর বণিকদের বসতি ঘিরে মধ্যযুগের শহর গড়ে উঠতে থাকে। এই প্রসঙ্গে ইতালির ফ্লানডার্স ও ফ্লোরেন্সের নাম উল্লেখ করা যায়।

ক্রুসেডের ভূমিকা

মধ্যযুগে ইউরোপের নগরগুলির উৎপত্তি ও বিকাশের ক্ষেত্রে ক্রুসেডের ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্রুসেডের সময় ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহুলোকের প্রাচ্য দেশে যাওয়ার ফলে নানা স্থানে শহর গড়ে ওঠার প্রাথমিক কাজ শুরু হয়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ ক্ষেত্রে দোকানপাট, যাত্রীনিবাস গড়ে ওঠে এবং এগুলি ধীরে ধীরে শহরের রূপ ধারণ করে। এভাবে বার্লিন, মিউনিখ, বুদাপেস্ট, জুরিখ প্রভৃতি স্থান এই সময় সর্বপ্রথম ইউরোপের মানচিত্রে পরিচিত হয়। আবার প্রাচ্যদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন শহরের উৎপত্তি হয়। ক্রুসেডের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সুতরাং ক্রুসেডের ফলে যে সব স্থানে নতুন নতুন শহরের উৎপত্তি হয় পরবর্তীকালে সেই কেন্দ্রগুলি তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং আঞ্চলিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারও লাভ করে। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে অনেক নগরই এইভাবে গড়ে উঠেছিল।

কার্ল মার্কসের মতামত

শহরের উৎপত্তি সম্পর্কে কার্ল মার্কসের সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। তিনি মনে করেন শহরের উৎপত্তি গ্রাম ও শহরের মধ্যেকার প্রত্যক্ষ সম্পর্কের ফল। পাশাপাশি বর্বর অবস্থা থেকে সভ্যতার যুগে প্রবেশ করে মানুষ উপজাতি কেন্দ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলে এবং প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রকাঠামো, আঞ্চলিক জাতিসত্তা বৃহত্তর জাতিতে পরিণত হয়। মধ্যযুগে অর্থ সম্পদে স্ফীত হয়ে ইউরোপের নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাজারের সৃষ্টি হয় এবং দ্রব্য বিনিময়ের বদলে মুদ্রার প্রচলন ঘটে। এই পরিবর্তন ও প্রেক্ষাপটের এক পর্যায়ে উৎপত্তি হয় শহরের।

Scanned with CamScanner